30

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...04 APR 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪ .....

ছাত্রদল নেতাসহ ৩৭ জন আটক

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ হোস্টেল থেকে অস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পাবনা, ৩ এপ্রিল।–মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হোস্টেল ছাত্র সংসদ ভবন এবং পাবনা পলিটেকনিক হোস্টেলে অভিযান চালিয়ে ২টি ১ নলা বন্দুক, ২টি পিস্তল, ২টি সাটারগান ও ১০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। এ সময় দু'টি হোস্টেল থেকে ৩৭ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্র সংসদ জিএস ছাত্রদল নেতা মিঠুও রয়েছে বলে পুলিশ জানায়। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মলয় কুমারের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। ছাত্রদলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, পুলিশী অভিযানে ছাত্র সংসদ ভবনের যাবতীয় ফার্নিচার এবং হোস্টেলের প্রতিটি কক্ষে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। এ সময় ছাত্র সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে দেয়ালে টানানো শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার ছবি পুলিশ নামিয়ে ভাঙচুর করে। এর প্রতিবাদে আজ সকালে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন এক প্রতিবাদ সভার জন্য যখন শহরে মাইকিং করছিল তখন পুলিশ মাইক কেড়ে নেয়। পরে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনসমূহ শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে পুলিশের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক স্লোগান দিতে দিতে জেলা প্রশাসকের কাছে এসে স্মারকলিপি দেয়। মিছিলটি স্মারকলিপি দিয়ে ফেরার সময় টিএন্ডটি ভবনের পাশে পুলিশ মিছিলের উপর পেছন দিক থেকে লাঠিচার্জ করে বলে বিএনপি সূত্র জানায়। এখানে পুলিশ ও মিছিলকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে সাবেক এমপি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুলসহ ৩০ জন আহত হয় বলে বিএনপি'র প্রেস রিলিজে বলা হয়। এরপর বিএনপি সমর্থক ও ছাত্রদল শহরে ১টি জীপ, ১টি কার আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে এবং ১টি পিকআপ ভাঙচুর করে। এদিকে এই প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট মলয় বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার ছবি নামানো বা ভাঙ্গার কথা অস্বীকার করেন। পাবনার পুলিশ সুপার জানান, হোস্টেল থেকে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে বহিরাগতও রয়েছে। তিনি জানান, তদন্ত শেষে যারা নির্দোষ প্রমাণিত হবে তাদের অবশ্যই ছেড়ে দেয়া হবে। পুলিশ সুপার বিএনপি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে অস্ত্র উদ্ধারে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছেন।